

HIGH COURT OF TRIPURA

MAIN WRITTEN EXAMINATION FOR DIRECT RECRUITMENT TO GRADE-III OF TRIPURA JUDICIAL SERVICE(TJS), 2021

BENGALI

Total Marks : 100

[Duration : 3 hours]

1. Translate the following English passage into Bengali

[নিম্নলিখিত ইংরেজি প্যাসেজটি বাংলায় অনুবাদ কর]

25 marks

The relentless pursuit of truth is not yet a prescribed standard for criminal trials.

Criminal jurisprudence in India is a British legacy. It was a boast of the British that 'better than guilty persons go punished than that one innocent person suffer'—a favourite quote of William Blackstone, the English jurist popularly known as the father of English common law. This maxim of English law is wearing thin in the country of its origin, but it moves judicial minds in India. The judge trying the twenty-one accused in the Best Bakery case, for instance, had acquitted them all relying precisely on Blackstone's maxim.

The foundation for every criminal case, to be successfully prosecuted, has to be laid in the trial court itself, because after an acquittal in the trial court, the chances of a reversal and a conviction in a higher court are rare. There is an amusing but realistic story told about Sir Owen Dixon when he was Chief Justice of the High Court of Australia for many years, where he sat in the Court's appellate jurisdiction. He described the problems of dispensing justice in the appellate court to a lady sitting next to him at a dinner party. The lady was enthused as to how splendid it must be to dispense justice. Dixon replied, 'Madam, I have nothing to do with justice. I sit on a court of appeal where none of the facts are known—one-third of the facts are excluded by normal frailty of memory, one-third by negligence of the legal profession, and the remaining one-third by the archaic laws of evidence!' The woman's face fell.

The main problem in our criminal justice system is that there is little room for a proactive trial judge to make all manner of procedural orders for ascertaining the truth. The tools are there, but they are seldom used. Section 311 of the Code of Criminal Procedure of 1973 provides that any court may, at any stage of inquiry, trial or other proceedings, summon any person as a witness, examine any person present though not summoned as

witness, recall and re-examine any person already examined. It goes on also to provide that the Court shall summon and examine, or recall or re-examine any such person 'if his evidence appears to be essential for a just decision of the case'. And the Supreme Court had observed that the requirement of 'a just decision of the case' did not limit the action of the Court to something in the interest of the accused only— 'the action may equally benefit the prosecution'. But despite this decision, this provision remains a dead letter. In practice, rarely does the trial magistrate or the sessions judge ever summon on his own a material witness in a criminal case. He or she leaves it to the prosecution, and if the prosecution fails to call essential witnesses, the accused is acquitted.

Hence, the importance of the recommendation in the Malimath Committee Report of March 2003, that the quest for truth should be made the fundamental duty of courts in India: the Court must not only be empowered, but obligated to summon any person or recall or re-examine on its own initiative any person already examined. This recommendation of the Malimath Committee, not yet adopted as law, would make recourse to Section 311 obligatory.

Consider again the Best Bakery case—a mob violence case—the burning alive by a riotous mob of fourteen persons on 1 March 2002. After police investigations, twenty-one accused persons were charged and seventy-three witnesses, many of them eyewitnesses, gave evidence at the trial. Out of these, more than forty witnesses retracted their statements previously given to the police (which are not required to be given on oath), in which they had identified one or more of the accused persons with the dastardly acts. The fast-track court before which the trial took place acted with speed, and a judgment of acquittal was pronounced on 21 June 2003, in which there occurs the naive (and unsustainable) observation that:

Courts actually are courts of evidence and not courts of justice.

2. Translate the following Bengali passages into English

[নিম্নলিখিত বাংলা অনুচ্ছেদগুলি ইংবেজিতে অনুবাদ কর]

25 marks

১। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন। কাজেই মানুষের সেবাই ভগবানকে ভক্তি দেখাইবার শ্রেষ্ঠ উপায়। এই শিক্ষা তিনি রামকৃষ্ণদেবের নিকট লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রিস্টান রামকৃষ্ণদেবের নিকট সমান ছিল। মানুষের দুঃখ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার তিনি কোন গ্রামে দেখিতে পাইলেন যে, অগ্নাভাবে লোক বড় কষ্ট পাইতেছে। মথুরাবাবুকে তিনি বলিলেন, "উহাদের কষ্ট নিবারণ কর, মথুর- উহাদিগকে অন্ন দাও। উহারাই তো ভগবান।"

২। বায়ু না পাইলে মানুষ কিংবা অন্য কোন জীবই বাঁচিতে পারিত না। খাদ্য ও পানীয় না পাইলে কয়েকদিন বাঁচিতে পারি; কিন্তু বায়ু না পাইলে আমরা কয়েক মিনিটও বাঁচিতে পারি না। বায়ু না থাকিলে বৃক্ষলতাদি জন্মিতে ও বাড়িতে পারিত না। জলের ভিতর বায়ু আছে বলিয়াই মৎস্য প্রভৃতি জলজন্তু-সকল বাঁচিয়া আছে। বায়ু বেগে বহিলে প্রদীপ নিভিয়া যায়। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে বাতাস আগুনের শত্রু।

৩। নাসিরুদ্দিন দিল্লীর বিখ্যাত বাদশাহ। তিনি নিতান্ত সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করিতেন। তাহার স্ত্রী নিজের হাতে সংসারের সকল কাজকর্ম করিতেন। একদিন রান্না করিতে করিতে তাঁহার হাত পুড়িয়া গেল। তখন তিনি বাদশাহকে একজন পাচক আনিতে বলিলেন। নাসিরুদ্দিন বলিলেন, "পাচক দিব কি করিয়া? আমি তো গরীব। আমার কাছে যে ধন আছে উহা জনগণের। দরকার হইলে আমি তোমাকে সাহায্য করিতে পারি।"

৪। একদিন এক তৃষ্ণার্ত কাক একটি জলের কলসী দেখিতে পাইল। সে কলসীর নিকটে গেল। কিন্তু জল কলসীর তলদেশে থাকায় তাহা পান করিতে পারিল না। সে কলসীটা উল্টাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সফল হইল না, কলসীর নিকটে কতকগুলি নুড়ি পড়িয়াছিল। তখন কাক একটি একটি করিয়া নুড়িগুলি কলসীর ভিতরে ফেলিলে জল কলসীর মুখে আসিল। তখন কাক ইচ্ছামত জলপান করিল।

৫। বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকে তিনি তেজস্বী ও সাহসী ছিলেন। বাল্যজীবনে তিনি পশ্চিমের প্রভাব অনুভব করেন নি। পরবর্তীকালে তিনি পাশ্চাত্য-শিক্ষা পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরেজদের অনুকরণ করেন নি। সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের জন্য তিনি আজও অমর হয়ে আছেন। তাঁর দয়া ছিল অপরিমিত।

৬। একদিন এক গাছের নিচে দুই বন্ধুতে কথাবার্তা বলছিলো। শেয়াল বলল, "আমি বিপদে ভয় পাই না। নিজেকে বাঁচাবার আমি অনেক কৌশল জানি।" বিড়াল বলল, "আমি মাত্র একটি কৌশলই জানি।" হঠাৎ তারা একটা শব্দ শুনতে পেল, তারা দেখল একপাল শিকারী কুকুর তাদের দিকে আসছে। বিড়াল তক্ষুনি গাছের উপর উঠে গেল। শেয়াল কোন কৌশল নেবে ঠিক করতে পারল না। শিকারী কুকুরগুলো তাকে মেরে ফেলল।

৭। বালকটির নাম ছিল ঈশ্বর। তার বাবা তাকে পড়াশুনার জন্য সনাতন বিশ্বাসের পাঠশালায় পাঠাননি। বিশ্বাস মশাই ছাত্রদের কঠোর শাস্তি দিতেন। ঈশ্বর কালীকান্ত চ্যাটার্জির পাঠশালায় পড়াশুনা করে। কালীকান্ত বালকের জ্ঞান ও বুদ্ধি দেখে বিস্মিত হন। তিনি বুঝতে পারেন, এই বালক বড় হলে বিখ্যাত হবে। ঈশ্বর মাত্র আট বছর বয়সে পাঠশালার সব পড়া শেষ করে।

৮। তখন সন্ধ্যা। নৌকায় বাসে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলুম, "ওই বন সম্বন্ধে তুমি কি জান?" সে হেসে বলল, "এক সময় ওই বন ছিল এক শহর। তারপর এল দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। বহু লোক মারা গেল। যারা বেঁচেছিল পালিয়ে গেল। যারা ওই বনে যায় আর কখনও ফিরে আসে না।" আমি চুপ করে রইলাম। নৌকা চলতে লাগল।

৯। এক কুঁয়োয় এক ব্যাঙ বাস করতো। ওই কুঁয়োতেই তার জন্ম হয়েছিল। জন্ম থেকেই সে কুঁয়োকে দেখছে। কুঁয়ো উপর এক চিলতে আকাশ দেখা যেত। কুঁয়ো বাইরের বিশাল জগৎ সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই ছিল না। তার জগৎ কুঁয়ো মধ্যই সীমাবদ্ধ ছিল।

১০। এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল পাহাড় পর্বত। ছিল ছোট নদী মালিনী। মালিনীর জল আয়নার মত। তাতে আকাশের ছায়া পড়ত। অরণ্যে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত পাখি উড়ে বেড়াত। গাছের কোটরে বাসা বাঁধত। কত হরিণ খেলা করত। বসন্তে গাইত কোকিল। বর্ষায় নাচত ময়ূর। এখানেই ছিল কন্দেবের আশ্রম।

১১। তখন বৃষ্টি পড়ছিল। রাস্তার দু'ধারে সার সার গাছ। আমরা একটা গাছের নীচে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু বৃষ্টি থামল না। আমরা গাছের নীচ দিয়ে আস্তে আস্তে হাটতে লাগলাম। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকতে লাগল। একটু পরে প্রবল ঝড় শুরু হল। বৃষ্টিও নামল মুশল ধারে। আমরা বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে গেলাম।

১২। ত্রিপুরা ভারতের একটি প্রত্যন্ত রাজ্য। জাতি, উপজাতি ও বিভিন্ন ধর্মের লোক এইখানে বাস করে। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি আলাদা। তারা বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে এবং বিভিন্ন খাদ্য খায়। 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য' এদেশের আদর্শ। কিছু লোক এদেশের ঐক্যকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। এরা দেশের শত্রু। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাজ এ সকল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

১৩। আমরা ছাত্র। বয়সে নবীন। আমরা স্বপ্ন দেখি। দুঃখ পাই, আবার উৎসাহে নেচে উঠি। মহৎ আদর্শ আমাদের ভাল লাগে। স্বার্থপরতাকে আমরা ঘৃণা করি। যা কিছু অন্যায় তার প্রতিবাদ করি। আমরা নিষ্ঠুর। আমাদের সম্বন্ধে জাতির আশা অনেক। সেই আশা পূর্ণ করার দৃঢ় সংকল্প আমাদের আছে।

3. Write an Essay on the following topic in Bengali [within 1000-1500 words]

[চর্চিত বাংলায় ১০০০-১৫০০ শব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে নিবন্ধ রচনা কর] 30 marks

Separation of Powers and Independence of Judiciary

[ক্ষমতা পৃথকীকরণ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা]

4. There are so many Government beneficiary schemes. The benefits of these schemes are not properly being reached to the beneficiaries. Write a report to a newspaper on the sufferings faced by the people of Gandacherra and Kanchanpur of the State with special reference to their grievances [within 600 – 800 words].

[সরকারের অনেকগুলি সুবিধাভোগী প্রকল্প রয়েছে। এই প্রকল্পগুলির সুবিধাগুলি সুবিধাভোগীদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছানো যাচ্ছে না। রাজ্যের গন্ডাছড়া ও কাঞ্চনপুরের জনগণের ভোগান্তি নিয়ে তাদের অভিযোগের বিশেষ রেকর্ড সহ চলিত বাংলায় ৬০০-৮০০ শব্দের মধ্যে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন লিখ।]

20 marks